97

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

## শিক্ষাঙ্গনে

### বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সমীপে

আমরা ১৯৯৪ ইং সালের দাখিল পরীক্ষার্থী। আমাদের অধ্যয়নকাল বা পাঠ সেশন ১৯৯২-৯৩ তথা আমরা দাখিল পরীক্ষার পড়ালেখা ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাস হতে আরম্ভ করেছি। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্বেই আমাদের পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু দুই বৎসর পড়ালেখা শেষ করে যখন আমরা চূড়ান্ত পরীক্ষা তথা কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ কবরার প্রস্তুতি নিচ্ছি, ঠিক তখনি আমাদের সচেতন বিবেককে হতাশ করে মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষ আমাদের পরীক্ষার ধরন পরিবর্তন করে নতুন প্রশ্ন উত্তরের নির্দেশ সম্বলিত এক নির্দেশনামা জারি করেন। যা গত ২৩-১১-৯৩ তারিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আমরা মাদ্রাসায় পড়ালেখা করি, কুরআন-হাদীস পড়ি, অনেক সভ্য, মাদ্রাসার ছাত্ররা অনেক ভদ্র, অন্যথায় এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অনেক কিছুই হত। যেমন— স্কুল বোর্ডের নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্ররা ঢাকাসহ সারাদেশে যে তাণ্ডব করেছিল, তা আজো আমরা ভুলিনি। বলতে হবে মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষের ভাগ্যই ভাল।

তার পরে জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখ নাগাদ বের হ'ল মাদ্রাসা বোর্ডের প্রকাশনায় এক কথায় এক বাক্যে প্রশ্নোত্তর সম্বলিত বই। কিন্তু এ বই আবার আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত না করে করছে বিভ্রান্ত। তার কিছু নমুনা নিম্নরূপঃ

১। উক্ত বইতে কুরআন ও তাজবীদের মান বন্টন করা হয়েছে ১১০ + ৪০ = ১৫০। ৪০ নম্বর তাজবীদের জন্য। কিন্তু তাজবীদের কোন প্রশ্ন করা হয়নি। মুজাব্বিদ বিভাগের জন্য ১৫০টি তাজবীদের প্রশ্ন করা হয়েছে। তাহলে আমাদের সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কেন ৪০টি প্রশ্ন সিলেবাসে নির্ধারিত থাকল? বুঝা গেল না।

২। আরবী সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য এবং 'আসরীয়া' মিলে ১৫০টি প্রশ্ন থাকবে। কিন্তু আসরীয়া থেকে কোন প্রশ্ন নেই। অথচ পূর্বে আসরীয়ার মান ছিল ৩০ শতাংশ এখন ১৮ শতাংশে আনা হল। প্রশ্ন হল আসরীয়া হতে কেন প্রশ্ন বাদ পড়ল?

৩। বাংলা সাহিত্যে মনে হয় লেখক কোন টেনসনে ছিলেন। একবার ১১০টা প্রশ্ন করে বিষয় শেষ করে পুনরায় গদ্য, পদ্য ও ব্যাকরণের প্রশ্ন করেছেন।

তাড়াহুড়া করে এই প্রকাশ করার পরিণাম যা হওয়ার তাই হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অভিযোগ তুলতে পারি এমন কর্তৃপক্ষ কে? যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষা আজ অবহেলিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদের করুণ ফরিয়াদে কর্ণপাত করবেন? যেহেতু আমরাতো তাদের কেউ নই? ভাবটা তো এমনই। মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষ 'তড়িঘড়ি' এ সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়নের জন্য কেন মরিয়া হয়ে লাগলেন? কেনইবা হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে এই ভোগান্তিতে ফেললেন?

—মোঃ মাহমুদুর রহমান হারুন,
মীর হোসাইন,
সোনাইমুড়ী হাঃ আলীয়া মাদ্রাসা,
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

### হাতের সুন্দর লেখা ও ভাল ফলাফল

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক মেধাবী ছাত্র ভাল পরীক্ষা দিয়েও ভাল ফলাফল করতে পারে না। এর প্রধান কারণ অনেক পরীক্ষার্থীর হাতের লেখা তেমন ভাল নয়, কিন্তু তাদের যথেষ্ট মেধা আছে। তারা পরীক্ষা ভাল দেয় কিন্তু শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর সামান্য গাফিলতির জন্য তারা ফলাফল ভাল করতে পারে না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের অপেক্ষা কম মেধাবী ছাত্র হাতের লেখা চমৎকার হওয়ায় তারা পরীক্ষকদের মন কেড়ে নেয়, ফলে তারা মেধাবী ছাত্রদের অপেক্ষা বেশী নম্বর পায়।

বর্তমানে এ-ও লক্ষ্য করা যাচ্ছে অনেক মেধাবী ছাত্র এই দুশ্চিন্তার ফলে তারা সাহস করে বলতেও পারছে না তারা বোর্ডে প্লেস করবে কি-না। অপর দিকে কম মেধাবী ছাত্র ভাল নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও তারা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছে না।

কাজেই শ্রদ্ধেয় পরীক্ষকবৃন্দ তথা শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে ছাত্রদের পক্ষ হতে আকুল আবেদন "হাতের লেখা যেমন-ই হোক তারা যেন পরীক্ষার খাতা কষ্ট হলেও ধৈর্য ও মনোযোগসহকারে পড়েন এবং মেধাবী ছাত্রদের সঠিক মেধার মান নির্ণয় করেন।"

—প্রিন্স,
জি এম হেলালী রোড, ধানবান্ধি,
সিরাজগঞ্জ।